JAN 28

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

দৈনিক ইত্তেফাক

বিভিন্ন স্থানে পাঠ্য পুস্তক সংকট ॥ কোথাও ঠিকমত ক্লাস হইতেছে না

দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক না পৌঁছানোর কারণে কোথাও ঠিকমত ক্লাস শুরু হইতে পারিতেছে না। খবর ইত্তেফাকের গাইবান্ধা, মৌলভীবাজার, ঈশ্বরদী ও রংপুর (দক্ষিণ) সংবাদদাতাদের। এদিকে দিনাজপুরের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, সেখানে পাঠ্যপুস্তক না পাইয়া মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত নোটবই কিনিয়া লেখাপড়া শুরু করিয়াছে।

গাইবান্ধা ॥ নূতন শিক্ষা বছরের প্রায় এক মাস অতিবাহিত হইতে চলিলেও বইয়ের অভাবে স্কুলে এখনও ক্লাস শুরু হয় নাই। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় উভয় বিভাগেই একই অবস্থা। শিক্ষকরা স্কুলে হাজিরা দিলেও ক্লাস নিতে পারিতেছেন না। অপরদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে গিয়া হৈচৈ করিয়া ২/১ ঘন্টা পর বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে। মাধ্যমিক স্কুলে এখনও ছাত্রদের "বুক লিষ্টই" দেওয়া হয় নাই।

গাইবান্ধা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, এই জেলায় প্রথম শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মোট পাঠ্যবইয়ের প্রয়োজন ১২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৩৯টি। কিন্তু গত ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত এই জেলার জন্য বই আসিয়াছে মাত্র ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৩৯টি। অর্থাৎ চাহিদার মাত্র ২৭ দশমিক ৩ ভাগ বই এই জেলায় সরবরাহ করা হইয়াছে। তবে সরবরাহের এই হার সব (১৩শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

বিভিন্ন স্থানে পাঠ্যপুস্তক

(৩য় পৃঃ পর)

ক্লাসের জন্য যেমন সমান নয়, তেমনি কোন ক্লাসের সব বইও আসে নাই। যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীর সবকয়টি বই আসিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী ও গণিত পাওয়া গেলেও বাংলা বই নাই এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর কোন বই এখনও পাওয়া যায় নাই। কবে নাগাদ বাকী বই পাওয়া যাইবে জেলা প্রাথমিক অফিসও সে ব্যাপারে কোন কিছু বলিতে পারে না। মাধ্যমিক স্কুল ছাত্রদের অবস্থা আরও খারাপ। ক্লাস শুরু তো দূরের কথা কোন স্কুলই এখন পর্যন্ত বুক লিষ্ট দিতে পারে নাই।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ী সমিতির স্থানীয় নেতৃবৃন্দ জানান, এই বছর যে প্রতিষ্ঠানটি মাধ্যমিক স্কুলের বই ছাপানোর দায়িত্ব পাইয়াছে, সেইটি এই সমিতির সদস্যই নয়। ফলে কেন্দ্র হইতে বই প্রকাশের ব্যাপারে তাহারা কোন তথ্য পাইতেছেন না।

মৌলভীবাজার ॥ নূতন শিক্ষাবর্ষের প্রায় এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক শ্রেণীর বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক ও অনুমোদিত সহায়ক পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত না হওয়ায় মৌলভীবাজার জেলার সকল মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া বন্ধ আছে। এ অবস্থায় সারা জেলার সকল বিদ্যালয়ে ঐচ্ছিক বন্ধ চলিতেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে আসে না। শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষক স্কুলে আসিয়া ঘন্টাখানেক পর চলিয়া যান। জেলা সদরের ২/১ টি ভাল স্কুল অভ্যাস রাখার জন্য পুরাতন বই দিয়া ২/৩ পিরিয়ড নামমাত্র ক্লাস নিতেছেন। এ ব্যাপারে মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার সাথে আলাপ করিলে তিনি বলেন যে, বইয়ের তালিকা না পাওয়া গেলে শ্রেণীর কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। আপাততঃ আমরা পুরাতন বই দিয়া ২/৩ পিরিয়ড ক্লাস নিতেছি। এই অবস্থায় অন্যান্য স্কুল প্রধানরা ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে আসা বা না আসার ব্যাপারে কোন কিছুই বলেন না। বরং ছাত্র-ছাত্রী না আসিলেই যেন শিক্ষকরা বাঁচিয়া যান।

ঈশ্বরদী ॥ ঈশ্বরদীতে প্রাইমারী ও হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বই এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। বোর্ডের বই এখন সোনার হরিণ। অভিভাবকরা দোকানে দোকানে ধরনা দিতেছে। সরকারী-বেসরকারী মিলিয়া প্রায় ৬৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থানা শিক্ষা অফিস হইতে কোন বই সরবরাহ করিতে না পারায় স্কুলগুলি পুরাতন বই দিয়া দুই একটি ক্লাসের পর স্কুল বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। সূত্র জানায়, জেলা শহর পাবনাতে কিছু বই আসিয়াছে– কিন্তু ঈশ্বরদীতে আসে নাই। বই ব্যবসায়ী সূত্র জানায়, ঈশ্বরদীতে ২৫ হাজার সেট বোর্ডের বই প্রয়োজন।

দিনাজপুর ॥ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্য বই না পাওয়ার কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট বই কিনিয়া লেখাপড়া শুরু করিতে বাধ্য হইতেছে। অন্যদিকে শহরের লাইব্রেরীগুলিতে রকমারি ও নিম্নমানের নোট বইয়ের ব্যবসা জমজমাটভাবে চলিতেছে। চলতি মাধ্যমিক শিক্ষাবর্ষের একমাস অতিবাহিত হইলেও বোর্ডের পাঠ্য বই এখনও লাইব্রেরীগুলিতে সরবরাহ করা হয় নাই। কবে নাগাদ পাঠ্য বই সরবরাহ করা হইবে এই ব্যাপারে লাইব্রেরীর মালিকগণ কিছুই বলিতে পারিতেছে না। ফলে মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে এখনও লেখাপড়া শুরু হয় নাই। সকাল ১০টায় স্কুলগুলি খুলিতেছে এবং ৩/৪টি ক্লাস শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের কুশল বিনিময় এবং হাল্কা লেখাপড়ার পরে স্কুল ছুটি দিয়া দিতেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

রংপুর (দক্ষিণ) ॥ চলতি শিক্ষা বছরের এক পক্ষ অতিবাহিত হইবার পরেও শিক্ষার্থীদের হাতে চাহিদা মাফিক পাঠ্য বই পৌঁছায় নাই। ফলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়িয়াছে। রংপুর প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে [illegible] গিয়াছে, রংপুর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের [illegible] ১ হাজার ১ শত ৭১টি [illegible] গিয়াছে। ইহার মধ্যে বদরগঞ্জ ও তারাগঞ্জ উপজেলায় বিতরণের জন্য ২ লাখ ৬৬ হাজার বই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে। ১৮দিন অতিবাহিত হইবার পরে জেলার অপর ৬টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্য কোন বই বরাদ্দ দেওয়া হয় নাই। বই-এর অভাবে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসা যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ বিদ্যালয় শিক্ষার্থী শূন্য।

আরিচা হইতে সংবাদদাতা জানান, মানিকগঞ্জ জেলার প্রায় দেড়শত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অর্ধ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী বা তাহাদের অভিভাবকগণের কেহ গত বুধবার পর্যন্ত স্থানীয় লাইব্রেরী হইতে চলতি সনের নূতন পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করিতে পারে না। গত ৩ দিন পূর্বে নূতন বই বিক্রি শুরু হইলেও এই জেলার কোন পুস্তক বিক্রেতা তাহা স্বীয় দোকানের মাধ্যমে ক্রেতার হাতে তুলিয়া দিতে পারে নাই। পুস্তক বিক্রেতারা জানান, নির্দিষ্ট সময়ে নূতন বই সরবরাহের ঘোষণা থাকিলেও ঢাকা যাইয়া তাহা যোগার করা সম্ভব হয় নাই। ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ দোকানে আসিয়া ফেরত যাইতেছে।